



139414 - সৌন্দর্য চর্চা হিসেবে নারীর চুল ছোট করা জায়যে; এতে গুনাহ হবে না

---

প্রশ্ন

আমি অনেকবার শুনছি যে, ইসলামী বধিান মোতাবেকে কোন নারীর আদৌ চুল কাটা জায়যে নহে। আমি এর কারণটি বুঝতে চাই। কারণ আমি মনে করি যে, কিছু দিন পর পর নারীর চুল পরপিটি করার প্রয়োজন হয়। এ মাসালাটি সম্পর্কে কি বিস্তারিত জানানো যাবে? আমি আরও শুনছি যে, নারীর উচিত তার চুল যতটুকু পারা যায় লম্বা করে রাখা এবং ছোট না করা ও মুণ্ডন না করা। কেননা কয়ামতের দিন মানুষ যখন উল্গ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে তখন নারীর চুল তার জন্য আচ্ছাদন হবে- এ ধরণের কথা কীঠিকি? এর সপক্ষে কী কোন দলিল আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলমেগণ নারীর চুল ছোট করার ব্যাপারে যটোক হারাম বলছেন তা হচ্ছে নমিনে উল্লেখিত অবস্থাসমূহ:

১। যদি এ চুল নিয়ে গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করা হয়।

২। যদি কাফরে কথিবা ফাসকে নারীদের স্টাইল অনুকরণের উদ্দেশ্য থেকে চুল ছোট করা হয়।

৩। যদি পুরুষের চুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ স্টাইলে চুল ছোট করা হয়।

৪। যদি কোন গাইরে মাহরাম পুরুষ দ্বারা চুল কাটানো হয়; যা অনেকে পাপাচারপূর্ণ সলুনতে ঘটতে থাকে।

৫। যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে করা হয়।

উল্লেখিত অবস্থাসমূহে যে কারণগুলো চুল ছোট করাকে হারাম করেছে; সেগুলো সুস্পষ্ট এবং এসব অবস্থায় হারাম হওয়ার গূঢ় রহস্যও সুস্পষ্ট।

দুই:



যদি চুল ছোট করার উদ্দেশ্য হয়: স্বামীর জন্য নজিকে সাজানো ও স্বামীর কাছাকাছি যাওয়া, কথিবা উদ্দেশ্য হয় যে, লম্বা চুলে যত্ন নেয়ার খরচ ও কষ্ট কছুটা লাঘব করা, কথিবা অন্য কোন যৌক্তিক বৈধ উদ্দেশ্য হয় তাহলে আলমেদরে সঠিক মতানুযায়ী এতে গুনাহ হবে না। কেননা, ইবাদতশ্রণীয় নয় এমন বিষয়সমূহের মূলবধিান হল বৈধতা; যতক্ষণ পর্যন্ত না হারাম হওয়ার পক্ষে কোন দলিল উদ্ধৃত হয়। ইসলামী শরিয়তে নারীর চুল ছোট করার নষিধোজ্ঞসূচক কোন দলিল নাই। বরং এমন কছু দলিল রয়েছে যেখানে জায়যে হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে দলিলটি হচ্ছে- আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নীগণ মাথার চুল ছোটাই করতেন; যেনে সটো ওয়াফরা স্টাইল হয়"।

ওয়াফরা হচ্ছে- কারো কারো মতে, যে চুল কাঁধের একটু নীচে থাকে। কারো কারো মতে, যে চুল কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছায়।

ইমাম নববী বলেন:

এ হাদিসে মহিলাদের চুল ছোট করার পক্ষে দলিল রয়েছে।[সমাপ্ত][শারহে মুসলিম (৪/৫)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"নারীর চুল ছোট করা অর্থাত্ নারীর মাথার চুল ছোট করা: আলমেদরে কটে কটে এটাকে মাকরুহ বলছেন। কটে কটে হারাম বলছেন। কটে কটে জায়যে বলছেন।

যহেতু বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ তাই এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ -এর দিকে প্রত্যবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। আমি আমার এই মুহূর্ত পর্যন্ত নারীর চুল ছোট করা হারাম হওয়ার পক্ষে কোন দলিল জানি না।

হারাম হওয়ার দলিল না থাকলে এটি বৈধ হওয়াই হচ্ছে মূলবধিান এবং এক্ষেত্রে প্রথার অনুসরণ করা হবে। আগের দিনে নারীরা চুল লম্বা করা পছন্দ করত এবং এ নিয়ে গর্ব করত। কোন শরয়ি কারণ ছাড়া কথিবা যৌক্তিক কারণ ছাড়া তারা মাথার চুল কাটত না। কিন্তু, এখন মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই এটাকে হারাম বলা দুর্বল অভিমত; যার পক্ষে কোন দলিল নাই। মাকরুহ বলতে গেলে গভীর চিন্তাভাবনার দরকার আছে। জায়যে বলাটা ফকিহী সূত্রাবলি ও মূলনীতিগুলোর অধিক নকিটবর্তী। তাছাড়া সহি মুসলমি বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীগণ তাদের মাথার চুল ছোট করতেন; যেখানে করে 'ওয়াফরা' স্টাইল হয় (কাঁধের একটু নীচে পর্যন্ত কথিবা কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বতি)।

তবে, কোন নারী যদি তার চুল এত ছোট করে যে, তার মাথা পুরুষের মাথার মত দেখায় তাহলে সটো হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি নাই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যগ্রহণকারী নারীদের প্রতি লানত করছেন।



কথিবা কোন নারী যদি কাফরে কথিবা চরিত্রহীন নারীদরে মত করে চুল ছোট করে সটোও হারাম। কোননা যে ব্যক্তি যাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদরেই দলভুক্ত।

আর যদি কোন নারী সামান্য চুল ছাটাই করে যেটো পুরুষের চুলের সাথে সাদৃশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে না; কথিবা চরিত্রহীন নারী বা কাফরে নারীদরে মাথার সাথে সাদৃশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে না- তাহলে তাত কোন সমস্যা নাই।[সমাপ্ত]

ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (ফাতাওয়ায যনিহ ওয়াল মারআ/কাস্সু শা'র) (ক্যাসটে নং ৩৩৬, দ্বিতীয় সাইড)

আরও জানতে দেখুন: [1192](#) নং, [13248](#) নং ও [13744](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

'নারীর চুল কয়িমতরে দনি তার জন্য আচ্ছাদন হবে' এ ধরণে যে কথাটি বলা হয় হাদসি বা আছারে এমন কোন দলিল নাই। আলমেদরে বক্তব্যেও আমরা এমন কিছু পাইনি। সুতরাং এ ধরণে কথা সঠিকি কনি, শরয়িতে সাব্যস্ত কনি- সটো নশ্চিতি হওয়ার আগে তা প্রচার করা ও বিশ্বাস করা থেকে সাবধান থাকা উচিত।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।